দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩ ....

সেরা কলেজ নির্ধারণ করার মানদণ্ড নিয়ে বিতর্ক

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং জিপিএ-৫ ও পাসের হার বিবেচনার প্রস্তাব

॥ নিজামুল হক ॥

শিক্ষা বোর্ডের সেরা কলেজ নির্ধারণের মানদণ্ড নিয়ে চলছে বিতর্ক । বর্তমানে যে পদ্ধতিতে সেরা ১০ কলেজ নির্ধারণ করা হচ্ছে তার সঙ্গে একমত নন সেরা দশে স্থান পাওয়া কলেজের অনেকেই। তাদের মতে যেসব কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি সে কলেজ প্রতিবছর জিপিএ-৫-এর ভিত্তিতে সেরা কলেজের প্রথম দিকে স্থান দখল করে নেয়। এ পদ্ধতি থাকলে এ কলেজগুলো আজীবন সেরাদের তালিকায় প্রথম দিকে থাকবে। তাই চলমান এই পদ্ধতির মাধ্যমে সেরা কলেজ নির্ধারণ করা ঠিক নয় বলে মনে করছে একটি মহল।

বর্তমানে জিপিএ-৫-এর সংখ্যা ও পাসের হারের ভিত্তিতে আলাদাভাবে দশটি কলেজকে সেরা তালিকা নির্ধারণ করা হয়। এবার জিপিএ-৫ সংখ্যায় সেরা কলেজগুলোর মধ্যে শতভাগ পাস করেনি একটি কলেজও । এ কলেজগুলোর বেশিরভাগই লেখাপড়া, পাসের হার ও জিপিএ-৫- এর হার উল্লেখযোগ্য নয়। প্রতিবছর এসএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ-৫ এবং জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্র ছাত্রীরাই নির্ধারিত ২-৩টি কলেজে ভর্তি হতে থাকে। কিন্তু জিপিএ-৫ পাওয়া এই ছাত্রছাত্রীদের দুই তৃতীয়াংশও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানে ফেল করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বেশি। এ থেকে বুঝা যায়, এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তীতে এইচএসসিতে ফেল করে ।

এবছর জিপিএ-৫-এর ভিত্তিতে সেরা কলেজের প্রথমে রয়েছে নটর ডেম কলেজ। এ কলেজ থেকে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ হাজার ১৬৫ জন। ফেল করে ৩০ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট পরীক্ষার্থীর মাত্র ৩৮ শতাংশ। (১৫শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

সেরা কলেজ

(প্রথম পৃঃ পর)

ভিকারুন নিসা নুন কলেজ থেকে ফেল করে ১৭ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৩ শতাংশ। ঢাকা সিটি কলেজ থেকে ফেল করেছে ২৫ জন। জিপিএ-৫ এর হার ১৭ শতাংশে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ফেল করেছে ৭ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৯ শতাংশ। হলিক্রস কলেজ থেকে ফেল করেছে ৩ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩২ শতাংশ। ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ১ হাজার ৫০৫-এর মধ্যে ফেল করেছে ৫ জন। জিপিএ-৫-এর হার ১৪ শতাংশ। তবে এটি শুধুমাত্র বাণিজ্যিক শাখার কলেজ। এ শাখায় জিপিএ-৫-এর হার তুলনামূলক কম বলে কর্তৃপক্ষ জানায়।

জিপিএ-৫-এর ভিত্তিতে সেরা কলেজের তালিকায় স্থান পাওয়া ঢাকা কমার্স কলেজ ও হলিক্রস কলেজ পাসের হারের ভিত্তিতে সেরাদের তালিকায় রয়েছে। অন্যদিকে পাসের হারের ভিত্তিতে সেরা দশ কলেজে জিপিএ-৫-এর সংখ্যা খুবই নগণ্য। এসব কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও কম। পাসের হারের ভিত্তিতে শতভাগ পাসের তালিকায় রয়েছে ৬টি কলেজ। এর ভিত্তিতে প্রথম সারিতে অবস্থানকারী ডেমরার শামসুল হক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা মাত্র ৮১ জন।

বর্তমান পদ্ধতির সমালোচনা করেন ভিকারুন নিসা কলেজের অধ্যক্ষ তাহমিনা খানম। তিনি বলেন, জিপিএ-৫-এর শতকরা হারের উপর ভিত্তি করে সেরা কলেজ নির্ধারণ করা উচিত। তবে কত ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করলো তাও বিবেচনায় আনতে হবে। তিনি বলেন, জিপিএ-৫-এর শতকরা হারের উপর ভিত্তি করে আমার কলেজ সেরা কলেজ।

বর্তমান পদ্ধতির সমালোচনা করে রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল একে এম রেজাউল করিম বলেন, জিপিএ-৫ ও পাসের হার, জিপিএ-৫-এর হার সমন্বয় করে সেরা কলেজের মান নির্ধারণ করা উচিত। তিনি দাবি করেন, মোট কত ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করল , জিপিএ-৫-এর হার কত এবং পাসের হার এর ভিত্তিতে সেরা কলেজের মান নির্ধারণ করা উচিত। এবছর রাজউক জিপিএ-৫-এর ভিত্তিতে সেরা দশ কলেজে স্থান পেয়েছে। এ কলেজের পাসের হার ৯৯ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশে। জিপিএ-৫-এর হার ৩৭ শতাংশ।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম বলেন, শতভাগ পাসের বিষয়টি ব্যতিক্রম। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যত বেশি হয়, অকৃতকার্যের সংখ্যাও তত বাড়তে পারে। যে কোন কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার সময় অসুস্থ হতে পারে। তবে সবগুলো পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ফেল করা ভিন্ন বিষয়। বিষয়গুলো বিবেচনা করে সেরা কলেজের মূল্যায়ন করা উচিত।

তিনি বলেন, নটর ডেম কলেজ থেকে প্রতি বছর ২ হাজারের বেশি ছাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সে কারণে জিপিএ-৫-এর সংখ্যা বেশি। কিন্তু তাদের জিপিএ-৫-এর হার কম।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া বলেন, সেরা কলেজ নির্ধারণ করা উচিত পাসের হারের ভিত্তিতে। তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও বিবেচনায় আনতে হবে। তাছাড়া জিপিএ-৫-এর জন্য আদর্শ সংখ্যা থাকবে। তিনি বলেন, কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তার দায় এড়াতে পারে না কলেজ কর্তৃপক্ষ।

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, কোন প্রতিষ্ঠানের পাসের হার ৯৯ শতাংশ এবং জিপি-৫ এর সংখ্যা ৫০০, অপর একটি কলেজের পাসের হার শতভাগ এবং জিপিএ-৫-এর সংখ্যা ৪৫০ । এর মধ্যে যে কলেজটির পাসের হার শতভাগ সেটিই সেরা কলেজ হিসেবে মূল্যায়িত হবে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, মেধাবীরা যেসব কলেজে ভর্তি হয় সে কলেজই ভাল ফল করে। তিনি বর্তমান পদ্ধতির সংস্কার দাবি করেন।

এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মনিরুল ইসলাম বলেন, আমাদের কাছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু প্রস্তাব এসেছিল জিপিএ-৫-এর হার ও পাসের হারের ভিত্তিতে সেরা কলেজ নির্ধারণের। প্রথমে তেমন একটি তালিকা করলেও পরে আর তা করা হয়নি। তিনি বলেন, মোট পরীক্ষার্থী, পাসের হার ও জিপিএ-৫-এর শতকরা হারের উপর ভিত্তি করেই সেরা কলেজ নির্ধারণ করা উচিত। আগামী বছর এ পদ্ধতিতে সেরা কলেজ নির্ধারণের চিন্তা-ভাবনা রয়েছে।